প্রথম আলো

তারিখ 17 AUG 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

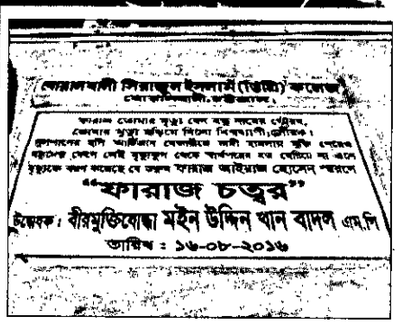


চট্টগ্রামের বোয়ালখালী সিরাজুল ইসলাম ডিগ্রি কলেজে গতকাল 'ফারাজ চত্বর'-এর উদ্বোধন শেষে গাছের চারা রোপণ করেন সাংসদ মইন উদ্দীন খান বাদল (বাঁ থেকে তৃতীয়)। ইনসেটে ফারাজ চত্বরের নামফলক ● ছবি : প্রথম আলো

# বোয়ালখালীর কলেজে ফারাজ চত্বর

**নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ●**

চট্টগ্রামের বোয়ালখালী সিরাজুল ইসলাম ডিগ্রি কলেজ প্রাঙ্গণে গতকাল মঙ্গলবার ফারাজ চত্বর উদ্বোধন করা হয়েছে। স্থানীয় সাংসদ মইন উদ্দীন খান বাদল এ চত্বর উদ্বোধনের সময় সেখানে একটি নাগেশ্বরগাছের চারা রোপণ করেন।

রাজধানীর গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে গত ১ জুলাই জঙ্গি হামলায় ফারাজ আইয়াজ হোসেন নিহত হন। ওই দিন জঙ্গিরা তাঁকে ছেড়ে দিতে চাইলেও বন্ধুদের না ছাড়ায় তিনি যেতে অস্বীকৃতি জানান। পরে জঙ্গিরা দুই বন্ধু ও তাঁকেসহ ২০ জনকে হত্যা করে।

ফারাজ চত্বরের নামফলক উন্মোচন করে মইন উদ্দীন খান বলেন, 'বাংলাদেশ মানে জঙ্গি নিবরাস নয়। বাংলাদেশ মানে সাহসী তরুণ ফারাজ। ফারাজ নামের একটি ছেলে পুরো পৃথিবীর কাছে প্রমাণ করেছে, বাঙালি মৃত্যুর সামনেও মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়ে থাকে। বন্ধুত্বের

**এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫**

## ফারাজ চত্বর

**শেষ পৃষ্ঠার পর**

প্রতি আনুগত্যকে যুগ যুগ ধরে রাখার জন্য এই ফারাজ চত্বরে নাগেশ্বরগাছের চারা রোপণ করেছি। নাগেশ্বরের মতো শক্তপোক্ত হয়ে আকাশ ছুঁয়ে যাওয়া এই গাছ ফারাজের পরিচয় দেবে।'

সাংসদ বলেন, 'বাংলাদেশের মধ্যে এই প্রথম বোয়ালখালী সিরাজুল ইসলাম ডিগ্রি কলেজে সাহসী তরুণ ফারাজের নামে চত্বর হয়েছে। এই চত্বরে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর পদচারণ মনে করিয়ে দেবে ফারাজের বীরত্ব এবং সেই সঙ্গে এই গাছ দেখে উদ্বুদ্ধ হবে আমাদের আগামী প্রজন্ম। ফারাজকে অনুসরণ করে ছাত্রছাত্রীরা জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। বাংলাদেশ সম্মান নিয়ে বাঁচতে চাই। এই বাংলাদেশ সব বাঙালির। এটি বঙ্গবন্ধুর কথা।'

জঙ্গিবাদ রোখার আহ্বান জানিয়ে মইন উদ্দীন খান বাদল বলেন, 'বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের প্রকোপ দেখা যাচ্ছে। এটা সত্যি। এরা অমানুষ ও খুনি। এই জঙ্গিরা মানুষ হত্যা করে পবিত্র ইসলামকে কলুষিত করছে। গণমাধ্যমে আমরা জঙ্গিদের অনেক নামও শুনেছি। এই জঙ্গিরা বাংলাদেশের নাম কলঙ্কিত করেছে। এই জঙ্গিবাদ রুখতে হবে। পাশাপাশি আরও একটি নাম আমরা শুনেছি, যার নাম ফারাজ আইয়াজ হোসেন। যার সাহসিকতা ও বীরত্বে বাংলাদেশ আজ গর্বিত।'

সাংসদ বক্তৃতা করার সময় শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান, 'তোমরা বীর সন্তান ফারাজের মাকে এই কলেজ চত্বরে দেখতে চাও?' তখন সব শিক্ষার্থী সমস্বরে হ্যাঁ-সূচক জবাব দেন।

অনুষ্ঠানে কলেজের অধ্যক্ষ সমীর কান্তি দাশ বলেন, 'ফারাজকে জঙ্গিরা মুক্তি দিতে চাইলেও তিনি বন্ধুদের ফেলে আসতে চাননি। ফারাজ একজন বাঙালি। একাত্তরে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা যেভাবে ত্যাগ শিকার করেছেন, ফারাজ জঙ্গিদের কাছে আত্মসমর্পণ না করে বন্ধুদের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন।'

কলেজের অধ্যক্ষ সমীর কান্তি দাশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম নগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম চৌধুরী, উপাধ্যক্ষ এ কে এম ইসমাইল, শিক্ষক প্রতিনিধি মো. মহসিন উদ্দিন, শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আফাজুর রহমান এবং শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

কলেজের শিক্ষক প্রতিনিধি মো. মহসিন উদ্দিন গতকাল বিকেলে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'সাহসী তরুণ ফারাজের নামে কলেজ প্রাঙ্গণে চত্বর হয়েছে। আমরা এই চত্বর দেখার জন্য ফারাজের মাকে চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ জানাব। তিনি তাঁর গর্বিত সন্তানের নামে চত্বর দেখে যাবেন। আমাদের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে কিছু বলবেন বলে আশা করছি।'